পঞ্চম অধ্যায়
মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মুদ্রা নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

দেশজ উৎপাদনে সর্বোচ্চ টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যাপ্ত ঋণ যোগান, অপ্রত্যাশিত অভ্যন্তরীণ অভিঘাত (shocks) ও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং ভোক্তা মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপিত মাত্রায় সীমিত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি পরিচালিত হয়ে থাকে। দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়, যেখানে মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক মুদ্রা ($এম_২$) প্রবৃদ্ধি ও রিজার্ভ মুদ্রার (RM) প্রবৃদ্ধিকে যথাক্রমে intermediate target এবং operating target হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুদ্রানীতির এ লক্ষ্যসমূহকে নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির হাতিয়ার হিসেবে রিপো, রিভার্স রিপো ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

চলমান বিশ্ব আর্থিক খাত বিপর্যয়ের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দাঅবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিপুল আকারে সরকারি সহায়তা ও উদ্দীপক প্রয়োগ সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক ধারায় ফিরে আসতে সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বহিঃখাতে স্বল্পমেয়াদী মূলধন প্রবাহের সীমিত উন্মুক্ততার সূত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বহির্বিশ্বের আর্থিক বিপর্যয় ও ঋণ সংকটের বিরূপ প্রভাব এখনও সীমিত পর্যায়ে থাকলেও বিশ্ব অর্থনীতির বিরাজমান মন্দার কারণে চলতি অর্থবছরের আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স, সরকারি খাতে বিদেশি ঋণ/অনুদান এবং বিদেশি প্রত্যক্ষ ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগে কিছুটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। তবে, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পাওয়া এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ঝুঁকির কিছুটা প্রভাব পড়ার বিরূপ পরিস্থিতিতেও আলোচ্য অর্থবছরের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ৫.৯ শতাংশের কাছাকাছি থাকতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর Global Financial Crisis–এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক উদ্যোগ গ্রহণকল্পে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব মোকাবেলায় গঠিত টাস্কফোর্স এর পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য সরকার কর্তৃক একটি আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ চূড়ান্ত হয়। উক্ত প্যাকেজের আওতায় Fiscal ও Financial প্রণোদনার পাশাপাশি Policy support এবং প্রশাসনিক সংস্কারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল-জুন মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য প্যাকেজের আওতায় মন্দা মোকাবেলায় সরকারের ঘোষিত ৩৪২৪.০০ কোটি টাকার প্রণোদনামূলক প্যাকেজের অর্থ ব্যয় করা হবে ভর্তুকি, কৃষি ঋণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা খাতে। ভর্তুকির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ রপ্তানি, কৃষি ও বিদ্যুৎ উপখাতের জন্য ব্যয় করা হবে। সরকারের ঘোষিত প্যাকেজের আওতায় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের রপ্তানি উপখাতে ভর্তুকির পরিমাণ ১০৫০.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০০.০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ৬০০.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২০০.০০ কোটি টাকা এবং কৃষিঋণ পুনঃমূলধনীকরণ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ৫০০.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হলো। আলোচ্য প্যাকেজের তাৎক্ষণিক বাড়তি আর্থিক সহায়তা পাবে পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানিকারকরা। এ প্যাকেজের আওতায় পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তার হার ৭.৫ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে যথাক্রমে শতকরা ১০ শতাংশ, ১৭.৫ শতাংশ এবং ১২.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে Policy support এর আওতায় সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছেঃ

- রপ্তানি সহায়তার অর্থ ছাড়ের পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সহায়তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষার পর প্রাপ্য সহায়তার শতকরা ৭০ ভাগ তাৎক্ষণিকভাবে এবং বাকী ৩০ ভাগ অর্থ নিরীক্ষা শেষে ছাড়করণ;
- সেপ্টেম্বর, ২০০৯ থেকে রপ্তানিকারক ও সুতা উৎপাদনকারীদের ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে ডাউন-পেমেন্টের শর্ত শিথিলকরণ;
- রপ্তানি ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- হিমায়িত খাদ্য খাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য প্রমিত মান অর্জন ও নিবিড় চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;
- অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ গ্রহণ;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং আগামী অর্থবছরের প্রথম পর্যায়েই তা কার্যকরকরণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর তৎপরতা জোরদারকরণ;
- দেশের রপ্তানি চাহিদাকে জোরদার রাখতে এবং বিনিয়োগে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন খাত, জ্বালানি খাত, শিল্প খাত ও অবকাঠামো খাতসমূহে বিনিয়োগের প্রতি সবিশেষ নজরদান;
- কৃষি খাতে ঋণ প্রবাহ সচল ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক, রাকাব, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো মজবুতকরণে পুনঃমূলধনীকরণ (Re-capitalization) এর জন্য ১৫০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দকরণ;
- এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ৪০০.০০ কোটি টাকার Investment Promotion and Financing Facilities (IPFF) সহ Small & Medium Enterprises Fund (SME Fund) এর বরাদ্দ ৫০০.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৬০০.০০ কোটি টাকা, গৃহনির্মাণ তহবিলের বরাদ্দ ৩০০.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ; এবং
- সমমূলধন তহবিল (৩০০.০০ কোটি টাকার) কার্যকর করার লক্ষ্যে কৃষি ও আইটি তহবিল আলাদা করে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ পরীক্ষা করে সহজ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশের পরামর্শ প্রদান।

বর্ধিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহের ফলে বিরাজমান আর্থিক সেবা প্রদানের মানের ওপর সৃষ্ট চাপ লাঘবের উদ্দেশ্যে দক্ষ ও মূল্য-সাশ্রয়ী পেমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট সিস্টেমস-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশের সার্বিক পেমেন্ট সিস্টেমস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিএফআইডি এবং যুক্তরাজ্যের আর্থিক সহায়তাপুষ্ট Remittance and Payments Partnership (RPP) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস (BACH) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় চেক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের চেক Standardization করা হচ্ছে। Bangladesh Automated Cheque Processing System (BACPS) ও Electronic Fund Transfer (EFT) এর সমন্বয়ে Automated Clearing House আগষ্ট '০৯ এর মধ্যে চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত) ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) ২৯৫১৮.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৮৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের অনুরূপ সময়ে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২০৭৮০.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.৮৩ ভাগ। ব্যাপক মুদ্রার (এম$_২$) স্থিতি জুন ২০০৮ শেষের ২৪৮৭৯৪.৯০ কোটি টাকা হতে ২৯৫১৮.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৯ শেষে ২৭৮৩১৩.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাপক মুদ্রার (এম$_২$) উপাদান-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা শতকরা ৭.৩৩ ভাগ এবং মেয়াদি আমানত শতকরা ১৪.৩৯ ভাগ বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক মুদ্রার সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১১.৮৬ ভাগ। আলোচ্য সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[১] ২৮৫৬৭.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ২৭৮৮৭.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের খাত-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ[১] (নীট) জুন ২০০৮ শেষের ৪৬৯৯৯.৬০ কোটি টাকা থেকে ৬৫১৯.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৮৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ (নীট) শতকরা ১৪.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২০০৫৬.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৮৭ ভাগ। বার্ষিক ভিত্তিতে (এপ্রিল ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত) মার্চ ২০০৯ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ও বেসরকারি খাতে ঋণ যথাক্রমে শতকরা ১৮.৭৪ ভাগ ও শতকরা ১৮.১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৮.৪৩ ভাগ ও শতকরা ২১.১৬ ভাগ। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির এ হার প্রাক্কলিত দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশ বেশি। অপ্রয়োজনীয় চাহিদা চাপ সৃষ্টিকারী ভোক্তা ঋণ (যেমন-সাড়ম্বর বিবাহ উৎসব, বিদেশে অবকাশ ভ্রমণ বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয়ের জন্য গৃহীত ভোক্তা ঋণ ইত্যাদি) এর প্রসারের পরিবর্তে উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকের জন্য কৃষি খাতে ঋণ প্রদানের সংশ্লিষ্টতা বাধ্যতামূলক করেছে। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ প্রবাহ শতকরা ১৭.১২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ খাতে ঋণ প্রবাহ শতকরা ১৭.২২ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। সারণী ৫.১ এ ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) যোগানের উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ এ ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) যোগান পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন লেখচিত্র ৫.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

[1] / Accrued interest সহ।

সারণি ৫.১: ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) যোগানের উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ২০০৭	জুন ২০০৮	মার্চ ২০০৯	পরিবর্তন			
				জুলাই'০৮-মার্চ ০৯	জুলাই'০৭ - মার্চ ০৮	এপ্রিল ০৮-মার্চ ০৯	এপ্রিল ০৭-মার্চ ০৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) (ক+খ+গ)	২১১৫০৪.৩০	২৪৮৭৯৪.৯০	২৭৮৩১৩.৪০	২৯৫১৮.৫০ (+১১.৮৬)	২০৭৮০.৬০ (+৯.৮৩)	৪৬০২৮.৫০ (+১৯.৮২)	৩১১৮৮.৮০ (+১৫.৫১)
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সী নোট ও মুদ্রা	২৬৬৪৩.৮০	৩২৬৮৯.৯০	৩৫০৮৫.২০	২৩৯৫.৩০ (+৭.৩৩)	২৭২৪.৩০ (+১০.২২)	৫৭১৭.১০ (+১৯.৪৭)	২৯৪৮.১০ (+১১.১৬)
খ) তলবি আমানত[১/]	২৩৫২৪.৩০	২৬৬২৪.৫০	২৬৪৮০.০০	-১৪৪.৫০ (-০.৫৪)	১২০৩.০০ (+৫.১১)	১৭৬২.৭০ (+৭.১৩)	৩৭২৫.৮০ (+১৭.৭৪)
গ) মেয়াদি আমানত	১৬১৩৩৬.২০	১৮৯৪৮০.৫০	২১৬৭৪৮.২০	২৭২৬৭.৭০ (+১৪.৩৯)	১৬৮৫৩.৩০ (+১০.৪৫)	৩৮৫৫৮.৭০ (+২১.৬৪)	২৪৫১৪.৯০ (+১৫.৯৫)
২। ব্যাপক মুদ্রা (এম$_২$) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদান (ক+খ)	২১১৫০৪.৩০	২৪৮৭৯৪.৯০	২৭৮৩১৩.৪০	২৯৫১৮.৫০ (+১১.৮৬)	২০৭৮০.৬০ (+৯.৮৩)	৪৬০২৮.৫০ (+১৯.৮২)	৩১১৮৮.৮০ (+১৫.৫১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩২৮৮৮.৪০	৩৭৮৪৫.৪০	৩৮০৯১.৪০	২৪৬.০০ (+০.৬৫)	১০৮৩.৩০ (+৩.২৯)	৪১১৯.৭০ (+১২.১৩)	৬৯৩৯.৬০ (+২৫.৬৭)
খ)নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ(১)+(২)	১৭৮৬১৫.৯০	২১০৯৪৯.৫০	২৪০২২২.০০	২৯২৭২.৫০ (+১৩.৮৮)	১৯৬৯৭.৩০ (+১১.০৩)	৪১৯০৮.৮০ (+২১.১৩)	২৪২৪৯.২০ (+১৩.৯৩)
ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ[২/] (ক+খ+গ)	২০৫৬৭২.৬০	২৪৮৭৬৭.৮০	২৭৭৩৩৫.২০	২৮৫৬৭.৪০ (+১১.৪৮)	২৭৮৮৭.৭০ (+১৩.৫৬)	৪৩৭৭৪.৯০ (+১৮.৭৪)	৩৬৩৪১.৩০ (+১৮.৪৩)
(ক) সরকারি খাত (নীট) [২/]	৩৬০৪০.০০	৪৬৯৯৯.৬০	৫৩৫১৮.৮০	৬৫১৯.২০ (+১৩.৮৭)	৫২১৯.৩০ (+১৪.৪৮)	১২২৫৯.৫০ (+২৯.৭১)	৬৪৬৯.৭০ (+১৮.৬০)
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত[২/]	১৭৪৫৫.৫০	১১৬৩২.৪০	১৩৬২৩.৭০	১৯৯১.৩০ (+১৭.১২)	-৩০০৫.৬০ (-১৭.২২)	-৮২৬.২০ (-৫.৭২)	-১১৮৯.৭০ (-৭.৬১)
(গ) বেসরকারি খাত[২/]	১৫২১৭৭.১০	১৯০১৩৫.৮০	২১০১৯২.৭০	২০০৫৬.৯০ (+১০.৫৫)	২৫৬৭৪.০০ (+১৬.৮৭)	৩২৩৪১.৬০ (+১৮.১৮)	৩১০৬১.৩০ (+২১.১৬)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৭০৫৬.৭০	-৩৭৮১৮.৩০	-৩৭১১৩.২০	৭০৫.১০ (+১.৮৬)	-৮১৯০.৪০ (-৩০.২৭)	-১৮৬৬.১০ (-৫.২৯)	-১২০৯২.১০ (-৫২.২২)

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ বন্ধনীর উপাত্ত শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক।

১/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার আমানতসহ। ২/ Accrued interest সহ।

লেখচিত্র ৫.১ ঃ ব্যাপক মুদ্রার উপাদানগুলোর গতিধারা

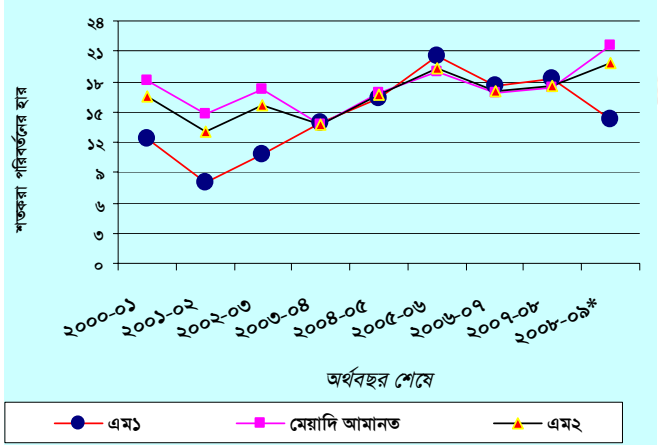

* বাৎসরিক ভিত্তিতে এপ্রিল ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৫.২ ঃ ব্যাপক মুদ্রার (এম$_২$) উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন

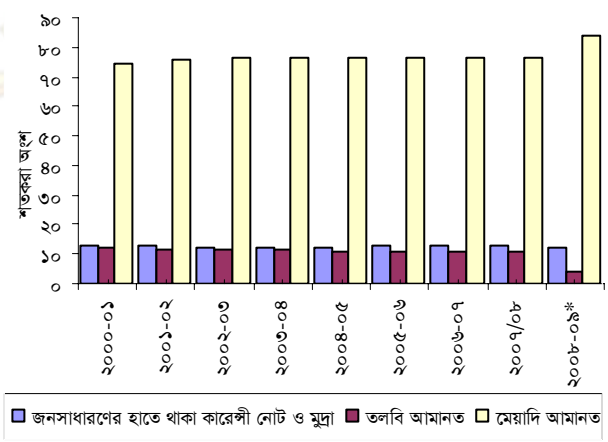

* বাৎসরিক ভিত্তিতে এপ্রিল ২০০৮ থেকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত।

রিজার্ভ মুদ্রা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রিজার্ভ মুদ্রা (RM) সার্বিক মুদ্রা প্রক্ষেপণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মুদ্রা নীতি ও তারল্য ব্যবস্থাপনায় অপারেটিং টার্গেট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রিজার্ভ মুদ্রা জুন ২০০৮ শেষের ৫২৭৮৯.৬০ কোটি টাকা থেকে ৬২২৩.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৭৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৯ শেষে ৫৯০১২.৮০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রা ২৪০১.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও তফসিলি ব্যাংক -এর নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা যথাক্রমে শতকরা ১২.৫৩ ভাগ ও শতকরা ৮.৭৭ ভাগ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থা ও সরকারি খাত-এ বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা যথাক্রমে শতকরা ১৩.০৪ ভাগ ও শতকরা ২.৩০ ভাগ এবং অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট) ও বৈদেশিক সম্পদ (নীট)-এ যথাক্রমে শতকরা ২৭.৮৯ ভাগ এবং শতকরা ৪.৬৫ ভাগ বৃদ্ধি রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। ব্যাপক মুদ্রা গুণক যা জুন ২০০৮ শেষে ছিল ৪.৭১৩ তা বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০০৯ শেষে ৪.৭১৬ এ দাঁড়ায়। এ সময়কালে মুদ্রা/আমানত অনুপাত ০.১৫১ থেকে হ্রাস পেয়ে ০.১৪৪ এ দাঁড়ায় এবং রিজার্ভ/আমানত অনুপাত ০.০৯৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.০৯৮ এ দাঁড়ায়। সারণি ৫.২-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও এর পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হল।

সারণি ৫.২: রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকা)

বিবরণ	জুন ২০০৭	জুন ২০০৮	মার্চ ২০০৯	পরিবর্তন			
				জুলাই'০৮-মার্চ'০৯	জুলাই'০৭ -মার্চ'০৮	এপ্রিল'০৮-মার্চ'০৯	এপ্রিল' ০৭-মার্চ' ০৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। রিজার্ভ মুদ্রা (ক+খ+গ)	৪৪০৭৩.১০	৫২৭৮৯.৬০	৫৯০১২.৮০	৬২২৩.২০ (+১১.৭৯)	২৪০১.২০ (+৫.৪৫)	১২৫৩৮.৫০ (+২৬.৯৮)	৩০১৯.৮০ (+৬.৯৫)
ক) ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	২৮৭৮৭.৪০	৩৫৬৪৮.৫০	৩৮১০৭.৪০	২৪৫৮.৯০ (+৬.৯০)	৩১৫৪.৭০ (+১০.৯৬)	৬১৬৫.৩০ (+১৯.৩০)	৩৬৪৮.৭০ (+১২.৯০)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত তফসিলি ব্যাংক এর স্থিতি	১৫২২৪.০০	১৭০৩৪.২০	২০৮০২.৯০	৩৭৬৮.৭০ (+২২.১২)	-৭৬৭.৪০ (-৫.০৪)	৬৩৪৬.৩০ (+৪৩.৯০)	-৬১৮.৬০ (-৪.১০)
গ) বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার স্থিতি*	৬১.৭০	১০৬.৯০	১০২.৫০	-৪.৪০ (-৪.১২)	১৩.৯০ (+২২.৫৩)	২৬.৯০ (+৩৫.৫৮)	-১০.৩০ (-১১.৯৯)
২। রিজার্ভ মুদ্রা পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদান (ক+খ)	৪৪০৭৩.১০	৫২৭৮৯.৬০	৫৯০১২.৮০	৬২২৩.২০ (+১১.৭৯)	২৪০১.২০ (+৫.৪৫)	১২৫৩৮.৫০ (+২৬.৯৮)	৩০১৯.৮০ (+৬.৯৫)
ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯২৬৫.৬০	৩৩৩৬৩.৩০	৩৪৯১৪.৪০	১৫৫১.১০ (+৪.৬৫)	১২১২.৩০ (+৪.১৪)	৪৪৩৬.৫০ (+১৪.৫৬)	৬০৯৮.২০ (+২৫.০১)
খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (১)+(২)	১৪৮০৭.৫০	১৯৪২৬.৩০	২৪০৯৮.৪০	৪৬৭২.১০ (+২৪.০৫)	১১৮৮.৯০ (+৮.০৩)	৮১০২.০০ (+৫০.৬৫)	-৩০৭৮.৪০ (-১৬.১৪)
(১) অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩৪৯৩৭.৩০	৩৫৯৭৪.৭০	৩৬০৩২.২০	৫৭.৫০ (+০.১৬)	-৩৫৩৮.৭০ (-১০.১৩)	৪৬৩৩.৬০ (+১৪.৭৬)	-১৪৮৬.৫০ (-৪.৫২)
(ক) সরকার এর নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা (নীট)	২৫৯৩১.১০	২৫৯৯৭.৩০	২৬৫৯৫.৫০	৫৯৮.২০ (+২.৩০)	-৭২৪৩.৪০ (-২৭.৯৩)	৭৯০৭.৮০ (+৪২.৩২)	-৫৪৫৭.৯০ (-২২.৬০)
(খ) অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৯৮৮.০০	৯৪৬.৪০	৮২৭.৮০	-১১৮.৬০ (-১২.৫৩)	-৬৯.৪০ (-৭.০২)	-৯০.৮০ (-৯.৮৮)	-৪৪.৩০ (-৪.৬০)
(গ) তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	৬৪৪২.১০	৭৩৩৪.২০	৬৬৯০.৮০	-৬৪৩.৪০ (-৮.৭৭)	৩৬৫৫.৮০ (+৫৬.৭৫)	-৩৪০৭.১০ (-৩৩.৭৪)	৩৮৫৩.৭০ (+৬১.৭২)
(ঘ) অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	১৫৭৬.১০	১৬৯৬.৮০	১৯১৮.১০	২২১.৩০ (+১৩.০৪)	১১৮.৩০ (+৭.৫১)	২২৩.৭০ (+১৩.২০)	১৬২.০০ (+১০.৫৭)
(২) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২০১২৯.৮০	-১৬৫৪৮.৪০	-১১৯৩৩.৮০	৪৬১৪.৬০ (+২৭.৮৯)	৪৭২৭.৬০ (+২৩.৪৯)	৩৪৬৮.৪০ (+২২.৫২)	-১৫৯১.৯০ (-১১.৫৩)

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। নোটঃ বন্ধনীর উপাত্ত শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশক। * অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের আমানতসহ।

সুদের হার যৌক্তিকীকরণ

বিরাজমান বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে সুদের হার হ্রাসকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে ১৯ এপ্রিল ২০০৯ থেকে কৃষিখাত; বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ; গৃহায়ণ এবং বাণিজ্যে অর্থায়ন খাতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার বার্ষিক শতকরা ১৩ ভাগ-এ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, সকল প্রকার রপ্তানি ঋণের সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৭ ভাগ এবং ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টার জন্য প্রদেয় কৃষি ঋণের সুদ হার শতকরা ২ ভাগ-এ অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়া, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর পরিলক্ষিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে রপ্তানিমুখী শিল্প খাত বিশেষ করে হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য সামগ্রী, পাটজাত পণ্য সামগ্রী, বস্ত্র (স্পিনিংসহ) এবং তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের খেলাপী ঋণ আবশ্যকীয় ডাউন-পেমেন্ট ছাড়া ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত পুনঃতফসিলীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণকল্পে এবং আসন্ন রমজান মাসে এসব পণ্যের মুল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে মে ৫, ২০০৯ থেকে ভোজ্য তেল (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত), ছোলা, ডাল, মটর, পেঁয়াজ, মসলা, খেঁজুর এবং ফলমুল আমদানি অর্থায়নে সুদের হার সর্বোচ্চ শতকরা ১২ ভাগ এ নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ৫.৩ ও সারণি ৫.৪ এ ২০০৮ ও ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের আমানত ও ঋণের সুদের হারের তুলনামূলক পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৫.৩: প্রকৃতিভেদে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানত/ঋণের সুদের হার

(শতকরা হার)

	সোনালি ব্যাংক লিঃ		জনতা ব্যাংক লিঃ		অগ্রণী ব্যাংক লিঃ		রূপালী ব্যাংক লিঃ	
	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯
সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদহার	৫-৬.৫	৫-৬.৫	৫-৬	৫-৬	৪	৪	৪.৫	৪.৫
স্থায়ী আমানতের উপর সুদহার								
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৫-৮	৮.২৫	৭	৭	৭-৭.৫	৮.৫-৯	৬.৫	৭.৫
১ বছর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.২৫-৯.২৫	৮.৭৫	৭.৭৫	৭.৭৫	৮-৮.৫	৯.৫-১০	৭.২৫	৮
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার								
কৃষি ঋণ	২-১২.৫	২-১২.৫	২-১০	২-১০	৮	৮	৯-৯.৫	২-১২.৫
বৃহৎ ও মাঝারি ঋণ	১২.৫	১২.৫	১১-১২.৫	১১-১২.৫	১৩	১৩	১২.৫	১২.৫
চলতি মূলধন ঋণ	১৩	১৩	১২-১৩.৫	১২-১৩.৫	১৪	১৪	১২.৫	১৩
রপ্তানি ঋণ	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
বাণিজ্যিক ঋণ	১৪	১৪	১২-১৪	১২-১৪	১৪.৫	১৪.৫	১৩.৫	১৪
ক্ষুদ্র শিল্প মেয়াদি ঋণ	১২-১২.৫	১২-১২.৫	১০-১২	১০-১২	১২	১২-১২.৫	১০.৫-১১.৫	১২-১২.৫
অন্যান্য	১৩-১৭	১৩-১৭	৫-১৭	৫-১৭	১৪	১৪	১০-১৩.৫	১৩-১৭

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

সারণি ৫.৪: প্রকৃতিভেদে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর আমানত/ঋণের সুদের হার

(শতকরা হার)

	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক		রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক		বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা		বেসিক ব্যাংক লিঃ	
	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯	এপ্রিল ২০০৮	এপ্রিল ২০০৯
সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদহার	৫-৬	৫-৭	৫	৫	৪	৪	৫	৫	৭	৭
স্থায়ী আমানতের উপর সুদহার										
৩ মাস এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৭.৫	৮.২৫	৭	৭	৬	৬	৭.২৫-৭.৭৫	৭.৭৫-৮.২৫	৭.২৫	৭.২৫
১ বছর এবং তদুর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম	৮.৫	৮.৭৫	৭.৭৫	৭.৭৫	৬.৫	৬.৫০	৮-৮.৭৫	৮.৫-৯.২৫	৮	৮
ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদহার										
কৃষি ঋণ	৮-৯	১০-১১	১০	১০	৮	৮	-	-	১০	১০
বৃহৎ ও মাঝারি ঋণ	১২.৫	১২.৫	১১.৫-১২.৫	১১.৫-১২.৫	১২	১২	১০-১২.৫	১১.৫-১২.৫	১১.৫-১৩.৫	১৩-১৩.৫
চলতি মূলধন ঋণ	১৩	১৩	১২-১৩.৫	১২-১৩.৫	১২-১৩	১২-১৩	১২	১২.৫	১২-১৪.৫	১২-১৪.৫
রপ্তানি ঋণ	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
বাণিজ্যিক ঋণ	১৪	১৩	১৩.৫	১৩.৫	১৪	১৪	১২	১২.৫	১৪.৭৫	১৪.৭৫
ক্ষুদ্র শিল্প মেয়াদি ঋণ	১২-১২.৫	১২-১২.৫	১০-১১	১০-১১	১২	১২	১১	১১.৫	১১.৫-১২.৫	১১.৫-১২.৫
অন্যান্য	১১-১২	১১-১২	১০-১৪	১০-১৪	১১-১২	১১-১২	১১	১১	১১.৫-১৪.৭৫	১১.৫-১৪.৭৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলতঃ ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে ৪টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (State-owned Commercial Banks-SCBs), ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৯ টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৫টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, ২৯টি ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (এইচবিএফসি) এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)।

ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চার ধরনের (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক) তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪৮টি তফসিলী ব্যাংক ৬৯০০টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ০৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩০টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৯টি বিদেশী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ০৫টি সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত আছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা ৩৩৮৬টি, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখা ২০৯৫টি , বিদেশী ব্যাংকের শাখা ৫৬টি এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের শাখা ১৩৬৩টি। এছাড়াও তফসিলভুক্ত নয় এমন ১টি জাতীয় সমবায় ব্যাংক, ১টি আনসার ভিডিপি ব্যাংক, ১টি কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ১টি গ্রামীণ ব্যাংক রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক এর ৩৯৮৬টি শাখা গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। মার্চ, ২০০৯ শেষে ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো এবং মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ যথাক্রমে সারণি ৫.৫ ও লেখচিত্র ৫.৩ এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি ঃ ৫.৫ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো
(মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	৩৩৮৬	৩০.৬৬	৪৮.০৭
বিশেষায়িত	৫	১৩৬৩	৬.০৮	৮.৩১
বেসরকারি	৩০	২০৯৫	৫৩.৭১	২৯.৭১
বিদেশী	৯	৫৬	৯.৫৫	১৩.৯১
মোট	৪৮	৬৯০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৫.৩ ঃ ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী আমানত ও সম্পদের অংশ (শতকরা হিসেবে)*

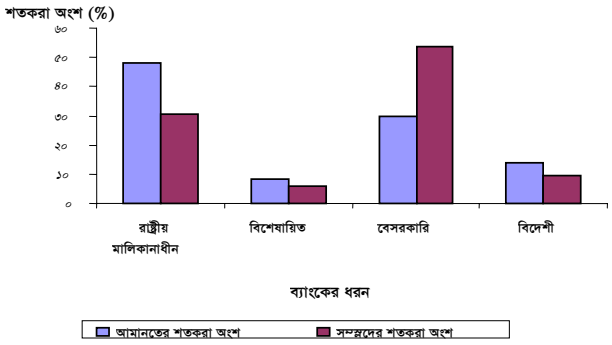

* ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত।

মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, আয়-ব্যয় অনুপাত প্রভৃতির আলোকে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকগুলো তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও ব্যাংক শাখার বিস্তার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে সাধারণ মানুষের অধিকতর প্রবেশগম্যতা (access) রয়েছে। মার্চ, ২০০৯ এর শেষের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশের গ্রামাঞ্চলে বিদেশী ব্যাংক এর কোন শাখা নেই এবং স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংক এর মোট শাখার মাত্র ৩০.২৬ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক -এর মোট শাখার ৬৩.৩৮ শতাংশ এবং বিশেষায়িত ব্যাংক এর মোট শাখার ৮৮.৪৮ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। ব্যাংক শাখার বিস্তার এবং ধরন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক শাখার সংখ্যা (শতাংশে) যথাক্রমে সারণি ৫.৬ এবং লেখচিত্র ৫.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি ৫.৬: ব্যাংকসমূহের শাখার বিস্তার
(মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট শাখার সংখ্যা শতাংশে		
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৪	১২৪০	২১৪৬	৩৩৮৬	৩৬.৬২	৬৩.৩৮	১০০
বিশেষায়িত	৫	১৫৭	১২০৬	১৩৬৩	১১.৫২	৮৮.৪৮	১০০
বেসরকারি	৩০	১৪৬১	৬৩৪	২০৯৫	৬৯.৭৪	৩০.২৬	১০০
বিদেশী	৯	৫৬	----	৫৬	১০০	---	১০০
মোট	৪৮	২৯১৪	৩৯৮৬	৬৯০০	৪২.২৩	৫৭.৭৭	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

*লেখচিত্র ৫.৪ ঃ গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা (শতাংশে)**

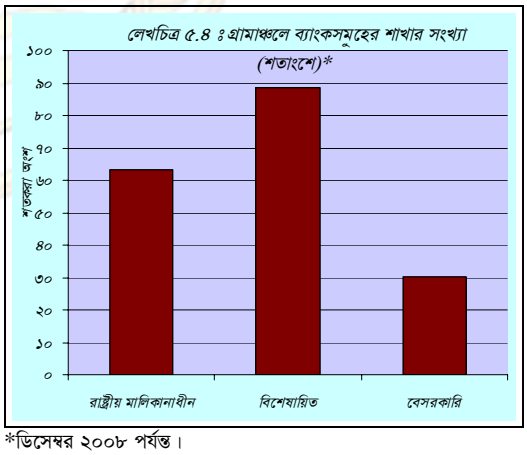

*ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত।

সারণি ৫.৭: বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৪৮টি সিডিউল ব্যাংকের আয়-ব্যয়ের হিসাব

(কোটি টাকা)

ব্যাংকের নাম	২০০৭		২০০৮		২০০৯ (৩১ মার্চ পর্যন্ত) (সাময়িক)	
	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
সোনালী ব্যাংক লিঃ	১৪২৯.০	৯৮৬.৫	২৬৮৭.৯	২০৪৬.০	৭১৪.৩	৫৮৪.৩
জনতা ব্যাংক লিঃ	১৮৫২.২	১৩৫৬.০	২০৯২.২	১৩৯১.৯	৫৮০.০	৩৭৮.০
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	১৩৬৮.১	৮৪২.০	১৪৯৮.১	৮৬৫.১	৬১০.৪	৪৯৮.২
রূপালী ব্যাংক লিঃ	১০৭৩.২	১০৩৬.৯	৫৮৫.০	৪৭০.৫	১৬৫.৮	১৩৪.৬
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৪৭৩.১	৬৫০.৪	৬৫০.১	৮৪৬.৭	৭১১.৪	৮০৯.৯
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৪.০	২৩৫.৬	১৯৭.৫	২৬১.৬	১৭৬.১	১৮৯.৯
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৮৯.৪	৩৯.৬	৮৬.১	৫৩.৬	৪১.৩	২৩.০
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	৩০.৫	১৩.৯	৩৬.০	১৪.৬	৩১.০	১৬.৪
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৩৫৫.০	২৪৫.৯	৫০৬.০	৩৫২.৬	১৩৩.১	৯৩.১
পূবালী ব্যাংক লিঃ	৭০৮.৮	৪৩৩.৬	৯০০.৯	৫৫৬.৩	২৪৬.৫	১৬১.৪
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	৫০২.০	৩৫৫.৪	৬৩১.৪	৪০০.৮	২৪৬.৭	১৯৪.০
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড	৮৪৮.৭	৫১৬.২	১১৪৮.৫	৭১৮.৭	৩০৯.৪	২১৬.৩
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৭১৮.৩	৪৯৬.৮	৮৮৯.৩	৫৭৬.৯	২৩২.৯	১৫৮.৭
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	৫৮০.৭	৪৫৫.১	৬৬৭.৩	৪৯১.৮	১৭৯.৭	১৪৮.৬
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৭৬৯.৯	১৩৯১.৮	২৪২৩.০	১৭৩৯.৬	৫৯৬.৭	৪০৮.১
আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	৫১৯.৬	৩৬৯.৪	৫৫২.৬	৩৯০.৪	১৩৯.৬	৯৬.৮
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	৬০৫.২	৪০৩.৪	৭৮৫.০	৫৩০.১	১৮৯.৩	১৩৫.০
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	১১৯.৯	২০৪.০	১০৭.৩	৮৩.৫	৪৬.১	৫৯.৩
ইস্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড	৫৩২.৫	৩৪৫.৪	৭৩৮.৬	৫০০.১	২০৪.১	১৩৬.৪
ন্যাশনাল ক্রেডিট এণ্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	৫২৬.৯	৩৪৮.৯	৭৪১.৮	৫০৫.৪	২১১.২	১৫৯.৮
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৪৮১.৬	১৫৫.৯	৫৭৭.৮	১৯৩.১	১৫২.৬	৪৭.৭
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৮৬৭.০	৫৭৫.৪	১০২৫.০	৭২৩.৮	৩৭৮.৬	৩০১.৯
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	৭২১.৮	৫২০.৮	৯১০.০	৬৫৬.৭	৩০৫.৫	২৪৮.৬
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৯৫.৫	২১৯.৯	৪৪১.৪	২৮৪.১	১১৪.০	৭৯.৪
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১১৯.৪	৯৭.২	১৬১.১	১১৯.০	১৩১.৩	১১৩.৬
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	৬৩৬.৭	৪৯২.৯	৭২৭.৬	৫৩৪.০	১৯৪.৭	১৪৮.৭
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৫৫৬.১	৪১৭.৬	৬৮৭.৮	৫২৯.৬	২৬১.১	২১৩.১
স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৩৭৯.৪	২৮৫.৯	৪১৬.৪	২৬৯.৬	১৬৭.৬	১৩৫.৮
ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	৩৫৮.৭	২৬৫.৮	৪২৯.৩	৩১৮.৬	১১৬.৬	৯৪.২
এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিঃ	৬৪০.৮	৪৪৯.০	১১০২.৯	৮৩৫.৯	৩২০.৩	২৭৩.১
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	৯৩.৯	৯৬.৯	১২৩.৭	১২০.৫	৩১.৯	৩০.৫
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৩৬৫.০	২৭১.৭	৪৬৩.৬	৩৪৪.১	১৩৪.৪	৯৮.৯
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৫৪.৫	২৪১.৬	৫৮৫.৮	৫৬৬.৮	১৫৫.৫	১৫৭.৮
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	৪১৮.৬	৩১৮.৩	৫০৭.০	৩৭৯.৭	১৩১.৩	১০৭.০
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৪৯৫.৯	৩৩৮.৪	৬৬৩.১	৪৭২.৭	২৫৬.৪	২০৯.৫
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৩৩.৮	৪৯.৫	২০০.৬	৭৫.৪	১২৬.৪	৯১.৭
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩৫৮.৯	২২৭.৪	৫২৮.৫	৩৪৭.৫	১৪৯.৮	১১৬.৩
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	৩১০.৩	২২৭.৯	৪০৭.৫	৩০৩.৪	১২০.১	৯৩.০
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	৬১১.৭	৪১৭.২	১০৯০.১	৭৭২.৭	৫৬.৮	২৯.৪
স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড	৯৬১.৪	২৭৪.৬	১১০১.৬	৩৩২.২	২৮৬.৪	৭৯.২
হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	৪৮.৮	৩৭.০	৬৩.৯	৫১.২	১৬.৪	১৪.১
স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	১১২.২	৭০.১	১৪০.৩	৮৯.২	৩৫.৫	২৩.০
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লিমিটেড	১৪৮.৪	৯১.৮	১৮২.৩	১১৬.৬	৪৫.৯	৩২.৩
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লিমিটেড	৩২.১	৩.৪	৩৩.২	৬.৬	৩৪.৮	৬.৯
সিটি ব্যাংক এন.এ.	২২৫.২	৫২.১	২৮৪.৮	৫৬.৭	৭১.৩	১৪.৩
উরি ব্যাংক	৬৪.৪	২৮.৪	৫৭.২	২৪.৪	১৭.১	৮.০
দি এইচ এস বি সি লিমিটেড	৪৭৭.০	৯৮.৬	৫৮৫.৯	১২৭.৭	১৪৬.৩	২৭.৮
ব্যাংক আলফালাহ্ লিমিটেড	১০৬.০	৮৪.৮	১১৯.১	১১৭.৫	২৭.৫	২৯.০

উৎসঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী, অর্থ বিভাগ।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি বেশ কিছু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non-bank Financial Institutions) দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহন ও তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান অব্যাহত রেখেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৩১ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত দেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ২৯টি। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের ২৯টি প্রধান কার্যালয় ছাড়াও মোট ১৪টি শাখা ঢাকা শহরে এবং ৩৬টি শাখা ও ২টি বুথ দেশের অন্যান্য স্থানে কাজ করছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৬৯.৯২ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭৫৩.৮০ কোটি টাকা। ঋণ পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি এর আদায় জোরদারকরণের মাধ্যমে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংক এর ন্যায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও ঋণ শ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং এর নিয়ম চালু রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেণীকৃত ঋণের হার দাঁড়ায় শতকরা ৬.৬৭ ভাগ।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্থায়ন

কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যে পুনরায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাতের এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরকারের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম আলোচ্য অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারি ব্যাংকসহ দেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংগুলোকে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকগুলো কৃষি খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমও চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৩৭৯.২৩ কোটি টাকা যার বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত) কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯০৭.০০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৭৩.৬৪ ভাগ।

কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন তথা শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস হিসেবে বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত থাকায় দেশে সরকারিভাবে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত) শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩১৬০২.০৭ কোটি টাকা ও ২৫৬৮৫.৩৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫.৭৩ ভাগ এবং শতকরা ৩৫.১৯ ভাগ বেশি।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বৃহৎ সম্ভাবনার প্রতি নীতিনির্ধারক এবং পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণের ফলে বর্তমানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রো ফাইন্যান্স) কার্যক্রম

দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণার্থে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি স্থায়ীভাবে গঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যার প্রধান দায়িত্ব

হলো দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও তাদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, সরজমিনে তদারকিকরণ, এখাতের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন, সনদ প্রদান ইত্যাদি। বর্তমানে বিপুল সংখ্যক এনজিও, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিশেষায়িত কর্মসূচি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম-এ সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত থাকলেও গ্রামীণ ব্যাংক এবং ১০টি বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সামগ্রিক সেক্টরে আহরিত সঞ্চয় (প্রায় ৯২৯৪ কোটি টাকা) এর প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ এবং মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতির (প্রায় ১৫৭৮২ কোটি টাকা) প্রায় শতকরা ৮১ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। গ্রামীণ ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ২ লক্ষ লোক কর্মরত আছে এবং প্রায় ৩ কোটি দরিদ্র লোক উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্রঋণ সেবা গ্রহণ করে নিজেদেরকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ কোটি দরিদ্র মানুষকে (ওভারল্যাপিংসহ) প্রায় ১৬০০০ কোটি টাকার ঋণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র, ভূমিহীন ও বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করার জন্য "ক্ষুদ্রঋণ" বা "ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ", সঞ্চয় সেবা এবং বীমা সেবা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিগত ৩৩ বছরে দেশের দরিদ্র মানুষদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান অবদান এবং গঠনমূলক ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে একটি গুণগত মানসম্পন্ন ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর গঠনের লক্ষ্যে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যাংকিং, মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিস্পত্তির স্বার্থে "অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩" কার্যকর করার পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের গঠিত খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত এ আইনে ঋণের বিপরীতে রক্ষিত জামানত আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকেই বিক্রয়ে ব্যাংকগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত অর্থঋণ আদালতে মামলা হয়েছে ১,০৪,৮৩২টি এবং দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ২৯৪৫৪.৭৭ কোটি টাকা । তন্মধ্যে মীমাংসাকৃত মামলা ৬৭,৩৩৬টি এবং আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪২০০.০১ কোটি টাকা ।

ব্যাংকিং খাত সংস্কার

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংস্কার

দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঠিক ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে এর সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও কার্যকরী কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর আর্থিক সহায়তায় সর্বমোট ৫৫.৬০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সাপেক্ষ "Central Bank Strengthening Project" শীর্ষক একটি প্রকল্প ২০০৩ সালের শেষার্ধে কাজ শুরু করে এবং আগামী ২০১১ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছেঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনর্বিন্যাস এবং আধুনিকায়ন (কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, অটোমেশন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন); সামর্থ্য বৃদ্ধি (গবেষণা বিভাগ শক্তিশালীকরণ, প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন ও সুপারভিশন শক্তিশালীকরণ এবং একাউন্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড শক্তিশালীকরণ); এবং আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

ব্যাংকিং সেক্টরে একটি অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং একটি সুষম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কার্য সম্পাদনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

- ২০০৮ সালের মত ২০০৯ সালেও সমঝোতা স্মারকের আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ ও রূপালী ব্যাংক লিঃ) অগ্রগতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ২০০৯ এর সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়;
- আলোচ্য ব্যাংকগুলো কর্তৃক তাদের প্রণীত ট্রানজিশনাল প্লান অনুসরণ;
- মূলধন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে রূপালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক প্রণীত Recapitalization and Progressive Five Year Development Plan অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে পুনঃপ্রস্তুতকরণ (যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)।

এছাড়াও, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক দাখিলের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বেসরকারি ব্যাংকের সংস্কার

- দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ এর পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্যাংকটি বর্তমানে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক নামে কার্যক্রম শুরু করেছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কার্যক্রমকে আরো বেশি শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে গৃহীত (মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত) এরূপ উল্লেখযোগ্য কতিপয় পদক্ষেপ ছিল নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক-কোম্পানীসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১২০ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং একই আইনের ১৫(৫) ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে আমানতকারীদের মধ্য থেকে ৩ বছর মেয়াদে ২ জন পরিচালক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থায় অপ্রতুল ঋণ সুবিধা পাওয়া অগ্রাধিকার খাতগুলোসহ (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষি, নিম্নব্যয়ী বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি) উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধিমুখী খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ঋণ যোগানের সমর্থনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়ক ভূমিকা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি অপরিহার্য ভোক্তা ঋণসহ চাহিদা চাপ বৃদ্ধিকারী খাতগুলোতে ঋণ যোগানের মাত্রাহীন প্রবৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিতকরণ;
- ব্যাংকসমূহের আর্থিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগস্ট ২০০৮ থেকে ৩ বছরের মধ্যে ব্যাংক-কোম্পানীর ন্যূনতম আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে আদায়কৃত মূলধন অন্যূন ২০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
- আগস্ট, ২০০৮ থেকে ব্যাংকগুলোকে আবশ্যকীয় মূলধন সংগ্রহের জন্য করোত্তর মুনাফা অবন্টিত রেখে রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইপিও বা রাইট শেয়ার ইস্যুর পরামর্শ প্রদান;

- আগস্ট, ২০০৮ থেকে মূলধন সংরক্ষণে ঘাটতি থাকা অবস্থায় ব্যাংকগুলোকে নগদে লভ্যাংশ না প্রদানের পরামর্শ প্রদান;
- কোন ব্যাংক-কোম্পানী নির্দেশিত সময়সীমার (আগস্ট ২০০৮ থেকে ৩ বছর) মধ্যে মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের ঘাটতি পূরণে ব্যর্থ হলে ঐ ব্যাংক-কোম্পানীকে অন্য ব্যাংক-কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার মাধ্যমে উক্ত ঘাটতি পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- বর্তমান মুদ্রা নীতির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মার্চ ২০০৯ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকগুলোর নগদ জমার পরিমাণ তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকলেও কোন দিনই এ নগদ জমার পরিমাণ শতকরা ৪.৫ ভাগ এর কম না হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- মূলধন ভিত্তিকে সুসংহতকরণের লক্ষ্যে Basel-II Guidelines এর আলোকে ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণের নিমিত্তে নির্দেশিকা সরবরাহকরণ এবং তদানুযায়ী বর্তমান নীতিমালার সমান্তরাল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ ঝুঁকির অতিরিক্ত বাজার ও কার্যসম্পাদন ঝুঁকির বিপরীতে ন্যূনতম রেগুলেটরী ক্যাপিটাল সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আলোচ্য ঝুঁকি ছাড়া অন্যান্য ঝুঁকির বিপরীতেও ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত পুঁজি সংরক্ষণের পরামর্শ প্রদান;
- Basel-II বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিসেম্বর ২০০৮ থেকে ''Guidelines on Risk Based Capital Adequacy for Banks'' (Revised regulatory capital framework in line with Basel-II) শিরোনামোক্ত গাইডলাইন ইস্যুকরণ;
- Basel-II বাস্তবায়নের নিমিত্তে 'স্ট্যান্ডারাইজড এপ্রোচ' অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বহিঃস্থ ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী এর স্বীকৃতি সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়ন এবং উক্ত গাইডলাইনের আলোকে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সীকে স্বীকৃতি প্রদান;
- ঋণ/লীজ হিসাব পুনঃতফসিলীকরণে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ১৫ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ১০ ভাগ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, তা নগদে পরিশোধের পরেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ/লীজ হিসাব প্রথমবার পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বিবেচনাকরণ এবং দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ৩০ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ২০ ভাগ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, তা নগদে পরিশোধের পরেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ/লীজ হিসাব দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বিবেচনাকরণ;
- এছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ/লীজ হিসাব দু'বারের অধিক পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগ অথবা মোট বকেয়ার শতকরা ৩০ ভাগ, এ দু'য়ের মধ্যে যা কম, তা নগদে পরিশোধের পরেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ/লীজ হিসাব পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বিবেচনাকরণ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

পুঁজিবাজার উন্নয়ন

দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসাবে অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার কোন দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে ৮ জুন, ১৯৯৩ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন পুঁজিবাজার সংশিষ্ট আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা ইস্যুয়ার কোম্পানি, স্টক এক্সচেঞ্জ ও পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে পরিপালন করা নিশ্চিত করে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে বাজার মূলধন ও মূল্য সূচকের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। সরকার এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর বিভিন্ন বাজার সহায়ক কার্যক্রম বিশেষ করে সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার অফলোডিং এর পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাজারের উপর দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিকিউরিটিজ আইনানুসারে লেনদেন যাতে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য সার্ভেল্যান্স সিস্টেম এবং বাজার তদারকি জোরদার করাসহ এ বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। একটি অবাধ, স্বচ্ছ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গড়ার লক্ষ্যে কমিশন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০০৮ থেকে জানুয়ারি ২০০৯ সময়ে কমিশনে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে:

পুঁজিবাজারে নতুন বিনিয়োগ

জুলাই ২০০৮ হতে জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে ৫ টি কোম্পানির আইপিও (Initial Public Offer) এর মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ হয়েছে ৫৩.২০ কোটি টাকা। উক্ত কোম্পানির ৫৩.২০ কোটি টাকার বিপরীতে চাঁদা গ্রহণের পরিমাণ ছিল ১৪১৫.৬৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়ের জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের আবেদনের পরিমাণ ছিল পাবলিক ইস্যুর অঙ্কের ২৬.৬১ গুন যা প্রাথমিক বাজারে সিকিউরিটিজ এর ব্যাপক চাহিদার পরিচায়ক।

ডাইরেক্ট লিস্টিং

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ/চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডাইরেক্ট লিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০০৬ এর অধীনে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ এর ২১৪.১২ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের লেনদেন জুলাই ০২, ২০০৮ তারিখে এবং এসিআই ফরমুলেসন এর ৮.৯৯ কোটি টাকা এবং শাইনপুকুর সিরামিকস লিঃ এর ৩৫.০১ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের লেনদেন নভেম্বর ১৮, ২০০৮ তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে শুরু হয়েছে।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচুয়াল ফান্ড

কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে প্রাইম ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচুয়াল ফান্ড এর ২০.০০ কোটি টাকার ইউনিট গণ প্রস্তাবের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রসপেক্টাস ইস্যুর অনুমোদন প্রদান করেছে।

সম্পদ ব্যবস্থাপক

আলোচ্য সময়ে কমিশন কর্তৃক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর আওতায় রেস ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস) এর অনুকূলে সম্পদ ব্যবস্থাপক নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হয় ।

ট্রাস্টি অনুমোদন

আলোচ্য সময়ে কমিশন নিম্নোক্ত কোম্পানিসমূহকে প্রস্তাবিত জিরো কুপন বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করার জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে:

ট্রাস্টি	বন্ড
আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড	মালঞ্চ হোল্ডিংস লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুতব্য জিরো কুপন বন্ড
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিজিআইসি)	উত্তরা ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুতব্য জিরো কুপন বন্ড
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	ইউনাইটেড লীজিং লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত নন-কনভার্টিবল জিরো কুপন বন্ড
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত টিয়ার টু (Tier II) ক্যাপিটাল এর সাব অর্ডিনেট কনভার্টেবল বন্ড

ডিপজিটরি

ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ডিপজিটরি বাংলাদেশ লিঃ এ চালু বিও হিসাবের সংখ্যা ১,৪২৮,৫৪৮ টি এবং ১৭০ টি কোম্পানি ডিপজিটরি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। এর ফলে সিকিউরিটিজ এর লেনদেন নিস্পত্তির সময় সীমা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জাল শেয়ারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

কমিশন জুলাই ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ সময়ে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত আইন পরিপালনে ব্যর্থ হওয়ায় ইস্যুয়ার কোম্পানি এবং অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে ৮৪ জন এর বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ আইনের আওতায় এনফোর্সমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

পুঁজিবাজার সুচারুভাবে পরিচালনা ও তার উৎকর্ষতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের পুঁজিবাজার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য সময়ে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। উক্ত কার্যক্রমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের মোট ৩৪১ জন অনুমোদিত প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

কমিশন জুলাই ২০০৮ হতে জানুয়ারি ২০০৯ সময়ে মাসে দুটি করে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করেছে যাতে ২৬৬ জন সাধারণ বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে ।

পুঁজিবাজার উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প

পুঁজিবাজারের সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক ও জনসম্পদের উন্নয়ন এবং তদারকী কার্যক্রম আরো উন্নততর করার লক্ষ্যে কমিশন বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ”Improvement of Capital Market Governance Programme” নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

Bangladesh Institute of Capital Market গঠন

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারী, মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশিক্ষণ দান এবং কোম্পানি সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুসাশনের উন্নতিকল্পে ‘Bangladesh Institute of Capital Market’ নামক একটি সিকিউরিটিজ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

সারণি ৫.৮: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক	৩০ জুন, ২০০৮	৩১ ডিসেম্বর ২০০৮	% বৃদ্ধি
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবেঞ্চার এবং সরকারি বন্ডসহ)	৩৭৮	৪১২	৮.৯৯
ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	২৮,৪৩৮	৩৭,২১৫.৬০	৩০.৮৬
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	৯৬,৪৮০	১,০৫,৯৫৩	৯.৮২
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	২৫৮৮.০৩	২৩০৯.৩৫	(১০.৭৭)

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০৮ সালের জুন মাসের ৩৭৮টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪১২ টিতে দাঁড়ায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭২১৫.৬০কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০০৮ এর ২৮৪৩৮ কোটি টাকার তুলনায় ৩০.৮৬% বেশী। ৩০ জুন ২০০৮ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ৯৬৪৮০ কোটি টাকা, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে ১০৫৯৫৩ কোটি টাকার তুলনায় ৯.৮২% বেশী । ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক ২০০৮ সালের জুন শেষে ২৫৮৮.০৩ ছিল যা ডিসেম্বর ২০০৮ শেষে ২৩০৯.৩৫ তে দাঁড়ায় ।

সারণি ৫.৯: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং অপারেশন

সাল/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মুলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মুলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ মাস/বছর (কোটি টাকায়)	সার্বিক/ সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৯৫	২০১	২৪	১৯৮৩.৯৮	৫৬৫১.৮১	৬৩৮.০০	৮৩৫.০০
১৯৯৬	২০৫	২৪	২৩০৫.২৪	১৬৮১০.৬২	৩০১৩.৩০	২৩০০.১৫
১৯৯৭	২২২	১২	২৮২০.৭৮	৭১৩০.১৬	১৭৪০.৩৪	৭৫৬.৭৮
১৯৯৮	২২৮	৬	২৮৬২.৫৭	৫০২৫.৪০	৩৪৩৬.৮৪	৫৪০.২২
১৯৯৯	২৩২	১১	২৮৭৭.৪৬	৪৪৭৮.১২	৩৮৯৬.৪৪	৪৮৭.৭৭
২০০০	২৪১	৭	৩১১৯.২০	৬২৯২.৪০	৪০৩৬.৪৮	৬৪২.৬৮
২০০১	২৪৯	১১	৩৩৪৫.৪৩	৬৫২২.২৮	৩৯৮৬.৯৩	৮১৭.৭৯
২০০২	২৬০	৮	৩৫২০.৩০	৭১২৬.২০	৩৪৯৮.৪৯	৮২২.৩৪
২০০৩	২৬৭	১৪	৪৬০৫.৫০	৯৭৫৮.৭০	১৯১৫.২১	৯৬৭.৮৮
২০০৪	২৫৬	২	৪৯৫৩.২০	২২৪৯২.৩০	৫৩১৮.১১	১৯৭১.৩১
২০০৫	২৮৬	২২	৭০৩১.৩০	২৩৩০৭.৫০	৬৪৮৩.৪৮	১২৭৫.০৫
২০০৬	৩১০	১২	১১৮৪৩.৭	৩২৩৩৬.৮	৬৫০৬.৯৩	১৩২১.৩৯
২০০৭	৩৫০	১৪	২১৪৪৭	৭৫৩৯৫	৩২২৮২.০১	২৫৩৫.৯৬
২০০৮	৪১২	১২	৩৭২১৫.৬০	১০৫৯৫৩	৬৬৭৯৬.৪৭	২৩০৯.৩৫
২০০৯*	৪১৬		৩৭৪৭০.৫০	১০১৬১৩.৬০	৬৫৮৬.৫০	২১৯৬.৯৬

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত।

* ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ ইং হতে ওয়েটেড এভারেজ সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ডিসএসইতে সূচকের ভিত্তি ছিল ১০০। মার্চ ২৮, ২০০৫ হতে সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক পুন:প্রবর্তন হয়।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০০৮ এ মাসের ২৩১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৮ এ ২৩৮টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০০৮ এর শেষে ১০,২২২ কোটি টাকা থেকে ১৮.৯৬% ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ১২,১৬০.৩২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

সারণি ৫.১০: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণী

নির্দেশক	৩০ জুন ২০০৮	৩১ ডিসেম্বর ২০০৮	% বৃদ্ধি
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	২৩১	২৩৮	৩.০৩
ইস্যুকৃত মূলধন এবং ডিবেঞ্চার (কোটি টাকায়)	১০,২২২	১২,১৬০.৩২	১৮.৯৬
বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	৭৭,৭৭৪	৮০,৭৬৮	৩.৮৫
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক	৯০৫০.৫৬	৮৬৯২.৭৫	(৩.৯৫)

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ

* ৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ ইং হতে ওয়েটেড এভারেজ সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ জুন ২০০৮ এর ৭৭,৭৭৪ কোটি টাকা থেকে ৩.৮৫% ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৮ এ দাঁড়ায় মোট ৮০,৭৬৮ কোটি টাকায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০০৮ শেষে ছিল ৯০৫০.৫৬, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ শেষে দাঁড়ায় ৮৬৯২.৭৫।

সারণি ৫.১১: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং অপারেশন

সাল/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মুলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মুলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ মাস/বছর	সার্বিক/ সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
১৯৯৫	৬১		১০৩৬.৮০	২৪১৩.৯০	১.৯৭	৪০৯.৪৩
১৯৯৬	১১৭	১৬	১৮৭২.৬০	১৪৭০৪.৩০	৬০৮.৯০	১১৫৭.৯০
১৯৯৭	১৪১	১৯	২২৭৬.১৪	৫৫৮৩.২৩	৮৫৪.৫১	৩৩২.৯৮
১৯৯৮	১৫০	৬	২৪১৮.০৩	৪১৩৮.২৫	১৪০৩.৬০	২৩২.৮০
১৯৯৯	১৫৯	৯	২৫০৮.০৯	৩৬৫৪.২৪	১১৫৩.৭৯	১৯৭.৮৩
২০০০	১৬৫	৩	২৭২৬.৬০	৫৭৭৬.৫৫	১২৯৩.৩৮	১৪১২.২৫
২০০১	১৭৭	৯	২৯৬৫.২৭	৫৬৩৬.৩৫	১৪৭৯.৬২	১৮৩৬.৮৭
২০০২	১৮৫	৯	৩১০৭.৯৯	৬০৪৬.৭৭	১৩৫৮.৬১	১৮৪১.১৪
২০০৩	১৯৫	১০	৪১৯৬.৭৬	৮৫৩১.২৩	৬৬৮.৮৬	১৬৪২.৭৮
২০০৪	১৯৯	৩	৪৬৯৭.৮৭	২১৫০১.০৮	১৭৫৫.১৩	৩৫৯৭.৭০
২০০৫	২১০	১৬	৫৫৫১.৯৩	২১৯৯৪.২৮	১৪০৪.২৭	৩৩৭৮.৬৮
২০০৬	২১৩	৬	৬৯৩৭.৮৪	২৭০৫১.০৭	১৫৮৯.৩১	৩৭২৪.৩৯
২০০৭	২২৭	১৩	৮৯১৭.৩৯	৬১২৫৮	৫২৫৯.০৩	৭৬৫৭.০৬
২০০৮	২৩৮		১২১৬০.৩২	৮০৭৬৮.৪০	৯৯৮০.৩৭	৮৬৯২.৭৫
২০০৯*	২৪২		১২৮২৫		৯৯৮৯.৯০	৮১৪৬.০১

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ * জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত।

* ৯ ডিসেম্বর,২০০৩ ইং হতে ওয়েটেড এভারেজ সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক পদ্ধতিতে (Z-গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।